



A-level BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Tuesday 11 June 2024

Morning

Time allowed: 2 hours 30 minutes

NOT TO BE OPENED UNTIL AFTER THE EXAMINATION

Enclosed is a copy of the transcript of the text of the Listening Test. This packet must not be opened until after the examination.

After the examination, the transcript should be kept for future use by teachers.

Section A

Listening Transcript

(2 minutes and 40 seconds: tracks 02–19)

Question 01 ঢাকা ও কলকাতার বইমেলা

- F2** ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের বই উৎসবের সংস্কৃতি একই সূতোয় বাঁধা। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে ঢাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় বইমেলায় শুরু হয়। এরপর প্রতিবছর বইমেলা হলেও ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমিকে এই মেলার আয়োজনে সংযুক্ত করা হয়।
- M2** ওপারে কলকাতায় বইমেলায় আয়োজন চলে আসছে ১৯৭৬ সাল থেকে। সম্প্রতি এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে। এখানে প্রতিটি বইমেলায় একটি দেশকে মেলার ‘থিম কান্ট্রি’ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার বইও এই মেলায় পাওয়া যায়। বইয়ের স্টলের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ও লিটল ম্যাগাজিনের জন্য বিশেষ চত্বর নির্ধারিত থাকে। দুই বাংলার মেলাতেই লেখকেরা তাঁদের বই সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের সাথে মুখোমুখি মতবিনিময় করেন। সেই সাথে বইমেলায় থাকে আলোচনা ও কবিতা পাঠের আসর। তবে ঢাকার বইমেলায় প্রতি সন্ধ্যায় চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর কলকাতার মেলায় থাকে পদযাত্রা।
- F2** কলকাতা বইমেলাই এখন ‘আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা’ হিসেবে পরিচিত। কলকাতার মেলা ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক বইমেলায় স্বীকৃতি পায়। আর বাংলা একাডেমির বইমেলায় একসময় নাম ছিলো ‘একুশে গ্রন্থমেলা’। ১৯৮৪ সাল থেকে ঢাকার মেলার নতুন নামকরণ করা হয় ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’। কলকাতায় বইমেলায় আয়োজন করা হয় জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আর ঢাকায় শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে। অবশ্য ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ‘বাংলাদেশ বইমেলা’ নামে আরেকটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

(3 minutes and 11 seconds: tracks 20–40)

Question 02 পরিবার ও তরুণ প্রজন্ম

- M1** ১৫ই মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালিত হয়। মূলত পারিবারিক সম্পর্ক ও এর ঐতিহ্যকে ধরে রাখার গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দিবসটি পালন করা হয়। পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও সহনশীলতা। নিজের সুরক্ষা ও সামাজিকতার প্রয়োজনেই পরিবারের উদ্ভব।
- F1** অবশ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে পাছা দিয়ে পরিবারের গঠনের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে। পরিবার নানা রকম হতে পারে, যেমন পরিবারের আকার অনুযায়ী একক পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী বা এদের একজন ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয় একক পরিবার। অন্যদিকে বয়স্ক পিতা-মাতা, ভাই-বোন, তাদের স্ত্রী বা স্বামী, সন্তান ও নিকট আত্মীয়স্বজন বাস করে যৌথ পরিবারে। বর্ধিত পরিবারে শ্বশুরপক্ষের লোকজনদেরও সাথে থাকতে দেখা যায়।
- M2** বাঙালি সমাজে একসময় যৌথ পরিবারের প্রাধান্য থাকলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় একক পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ তরুণদের মধ্যে মূল্যবোধ ও জীবনযাপনের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, দূরবর্তী কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। আজকাল অনেক তরুণের কাছেই যৌথ পরিবারের ধারণা যেন সেকেলে হয়ে গেছে।
- F2** যৌথ এবং একক পরিবার, দুটিতেই সুবিধা-অসুবিধা আছে। যৌথ পরিবারের সন্তানেরা যেমন একাকীত্বে ভোগে না তেমনি একক পরিবারের ছেলেমেয়েরা দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে একক পরিবারে সদস্য কম হওয়ায় মতের অমিলও কম হয় তাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ শিশুর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর যৌথ পরিবারে বেশি মানুষ থাকায় ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বয়সীদের সাথে মিশে সামাজিকতার বিকাশ ঘটায়। অবশ্য একক পরিবারে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব হয়, বৃদ্ধ বয়সে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়।
- M1** সময়ের তাগিদে তরুণদের মধ্যে যৌথ পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের নানা সামাজিক সমস্যা বেড়েই চলেছে।

Turn over ►

(2 minutes and 13 seconds: tracks 41–54)

Question 03 শহরমুখী অভিবাসন

- M1** গ্রামের লোকজনদের বিভিন্ন প্রয়োজনে শহরে পাড়ি জমানোর কারণে শহর এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। শহর এবং গ্রাম এলাকায় সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যই শহরমুখী অভিবাসনের একমাত্র কারণ নয়। নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রধানত উপার্জন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে লোকজন শহরমুখী হচ্ছে।
- F2** রপ্তানিমুখী শিল্প যেমন পোশাক শিল্প কারখানার প্রসারের সাথে তাল মিলিয়ে শহরমুখী অভিবাসন বেড়ে চলেছে। এই অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে শহরে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এটাও মানতে হবে।
- M2** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিজীবীরা তাদের পেশায় উন্নতি লাভ করতে পারছে না। দেশে যেসব গ্রাম বা মফঃস্বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে, সেখানকার লোকজন আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখছে। তাই কল-কারখানায় বা অকৃষিকাজে যারা জড়িত তাদের মধ্যে অভিবাসন কম চোখে পড়ে।
- F1** শহরমুখী অভিবাসন কমাতে হলে গ্রামেই লোকজনের কর্মসংস্থানের নানা আকর্ষণীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাম ও মফঃস্বল শহরগুলোতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামীণ শিল্পগুলোতে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ উৎসাহিত করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। তাহলেই জনবহুল বাংলাদেশ দক্ষ কর্মী দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারবে।

(3 minutes and 28 seconds: tracks 55–79)

Question 04 দুই বাংলায় বাংলা চলচ্চিত্র

- F2** কথা বলছি কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসবে আগত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিষদের সভাপতি জনাব হাসানের সাথে। আজকের আলোচনা দুই বাংলার বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে। জনাব হাসান, আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি শুরুতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পীদের কলকাতায় অভিনয় সম্পর্কে আমাদেরকে সংক্ষেপে কিছু বলুন।
- M1** আমি এই অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি। দুই বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে যৌথ চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু অনেক আগে থেকেই। তবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতার সিনেমায় প্রশংসিত হয়েছেন ঢাকার সিনেমার বা ঢালিউডের চলচ্চিত্রশিল্পীরা। এর পাশাপাশি কলকাতার শিল্পীরাও সমৃদ্ধ করেছেন ঢাকার সিনেমাকে। শুধু জনপ্রিয়তাই নয়, এর ফলে দুই বাংলার শিল্পী ও কলাকুশলীরা পৌঁছাতে পেরেছেন অধিক সংখ্যক দর্শকের কাছে।
- F2** দুই বাংলায় বাংলা চলচ্চিত্রের এগিয়ে যাওয়ার গল্পটা কেমন?
- M1** যৌথ প্রয়োজনে দুই বাংলার শিল্পীদের অভিনয়ের গল্পটা অনুপ্রেরণার। এসব আয়োজনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এক বাংলার ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র অন্য বাংলায় রিমেক করে। বর্তমানে চলচ্চিত্র শুধু সিনেমা হল নির্ভর নয়, অনলাইন মাধ্যমেও দর্শকদের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ রয়েছে। অভিনয় শিল্পীরা তাই সহজেই দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন। দর্শকেরা নিজের পছন্দের মাধ্যমে চলচ্চিত্র দেখছেন। নিজ নিজ দেশের সিনেমা হলে চলচ্চিত্র মুক্তির অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে না। আর হলগুলোও এখন অনেক আধুনিক। তাই দর্শকেরাও হলে ফিরে আসতে উৎসাহিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রগুলোও পাচ্ছে আশাতীত জনপ্রিয়তা।
- F2** চলচ্চিত্রশিল্পীরা তাঁদের এই দুই দেশে অভিনয়ের সুযোগকে কীভাবে দেখেন?
- M1** কলকাতার কোনো কোনো শিল্পী আক্ষেপ করে বলেন যে কলকাতায় বাংলাদেশের শিল্পীরা যতটা সুযোগ পান, সেই তুলনায় বাংলাদেশে তাঁদের কাজের সুযোগ ততটা নেই। আবার অনেকে এটাও মনে করেন যে শিল্পের কোনো সীমানা নেই। একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে একজন শিল্পী যেকোনো দেশেই কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। প্রতিভাই একজন শিল্পীকে পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিক পরিসরে।
- F2** আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
- M1** আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

END OF SECTION A**Turn over ►**

Section C

Listening Transcript

(3 minutes and 22 seconds: tracks 80–99)

Question 06 গণপরিবহণে শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়া

- F1** গণপরিবহণ ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সংগ্রাম এখনও সহজ হয়নি। শিক্ষার্থীদের অনেকদিনের দাবি ছিলো গণপরিবহণে অর্ধেক ভাড়া দেওয়ার সুযোগ পাওয়া। সেই দাবি মেনে নেওয়া হলেও এক ধরনের বৈষম্য রয়েছে। গণপরিবহণ মালিক সমিতি দেশের শহরগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করার ঘোষণা দিলেও শর্ত জুড়ে দেন এই অর্ধেক ভাড়া কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দিনগুলোতে প্রযোজ্য হবে। সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এ সুবিধা পাবে।
- M2** এটা সুখবর হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে ছাত্রছাত্রীরা কি শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকার দিনগুলোতেই বাসে চড়ে? বাংলাদেশে চার কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী আছে। লেখাপড়ায় ভালো করার জন্য অনেক ছাত্রছাত্রীকে কোচিং সেন্টারে বা লাইব্রেরিতে পড়তে যেতে হয়। এই দৃশ্য সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেই বেশি চোখে পড়ে। তাহলে একজন শিক্ষার্থী কেন ছুটির দিনে অর্ধেক ভাড়ার সুবিধা পাবে না? এর পাশাপাশি শহরগুলোতে যানজটের কথা বলাই বাহুল্য। সময়মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে অনেকেরই ভোরবেলা ঘর থেকে বের হতে হয় আর যানজট এড়িয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। তাহলে অর্ধেক ভাড়ার সুবিধা সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্তও কি যুক্তিসঙ্গত?
- F2** আবার অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য মেট্রোরেল কোনো অর্ধেক ভাড়া নেই। অথচ অনেক শিক্ষার্থী যানজট এড়াতে মেট্রোরেল ব্যবহার করে। মেট্রোরেল সকল মুক্তিযোদ্ধা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারেন। শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্যও ছাড় রয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে অর্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের একটি স্টেশন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী যাতায়াত করবেন এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীদের প্রতি এমন বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান না ঘটলে পরিবহণ খাতে বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে। আবার নতুন করে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের সম্ভাবনা কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

END OF RECORDING

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2024 AQA and its licensors. All rights reserved.



2 4 6 A 7 6 3 7 / 3 / T